জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 4th Nov. 1959 { ২৫শ সংখ্যা

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

দৈন্য বিজয়ী সৈন্য

খাদ্য, পরিধেয় ইত্যাদির অভাব যাদের তাদের বলে দীন। দীনের যে অবস্থা তাকে বলে দৈন্য বা দরিদ্রতা। এই দরিদ্রতা দূর করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি হয় না। পরাধীন দেশে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে না, কাজেই উন্নতি হয় না। আমাদের ভারত আজ ১২ বৎসরের উর্দ্ধকাল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা পাইবার জন্য লোককে প্রলোভিত করতেন যাঁরা, তাঁদের মুখে এই ভরসার বাণী শোনা গিয়াছে—যারা কালা-বাজারের সৃষ্টি করিবে কি খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিবে তাদের ধরে ধরে নিকটবর্ত্তী আলোর খুঁটিতে ফাঁসীতে লটকান হইবে। স্বাধীনতার বউনী করতে না করতে মোটা মোটা বেতনের শয়তানেরা কত শত দুর্নীতির অভিনয় করিল। কই কারো একগাছি চুল স্পর্শ করতে কোন বীরপুরুষকে দেখা গেল না। জীপ কেলেঙ্কারী, সার কেলেঙ্কারী, তাসের ঘর কেলেঙ্কারী সব হজম করলেন কর্ত্তা ব্যক্তিরা। শোনা গেল শাসন-সংবিধান প্রস্তুত হইলে তখন দেখে নিও কসরৎ ও কিম্মত! আচ্ছা সাধারণ নির্ব্বাচন হউক তারপর সরকার গঠন করে দেখান যাবে শাসন কাকে বলে।

সাধারণ নির্ব্বাচনে এক খুব বড় জাঁদরেল "পপাত ধরণীতলে" হয়ে গেলেন, তখন কর্ত্তা ব্যক্তি বল্লেন যে পরাজিতদের মধ্যে মাত্র এঁকেই ব্যাকরণে যেমন আর্ষ প্রয়োগ থাকে তেমনি নেওয়া হবে আর কাউকে না। ব্যস! তারপর নির্ব্বাচনে পশ্চিম বাংলার সাত সাতটি মন্ত্রী চিৎপাত হলেন। পাঁচ জন খেলোয়াড়ের মত বীরের ব্যবহার দেখাইলেন। দুই জন স্কুল ফাইন্যালে ফেল হ'য়ে যেমন কম্পার্ট-মেণ্টালে পাশ করা যায়, তেমনি প্রকারান্তরে নির্ব্বাচিত হলেন। ফেল হওয়ার আগে তাঁরা যে যে দপ্তরে ছিলেন, একজনকে তাঁর সেই দপ্তরে কায়েম করিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। অন্য জনকে পরের বার উচ্চ দপ্তর দিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

সব কথা বলতে গেলে দ্বাদশ বৎসরের বর্ণনায় পুঁথি বেড়ে যাবে। শেষ সাধারণ নির্ব্বাচনে যিনি মন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রে, ফেল হ'য়ে সুযোগ পেলেন এক রাজ্যের রাজ্যপাল হবার।

যিনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন তিনি তো সেই রাজ্যের সর্ব্ববিধ মঙ্গল করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন —পশ্চিম বাংলার এম'নি অদৃষ্ট যে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সমস্ত রাজ্যটাকেই বিহারের অঙ্গীভূত করার জন্য জিদ ধরিলেন। রাজ্যের ছোট বড় সকলের আন্তরিক কামনায় পশ্চিম বাংলার অস্তিত্ব আজও আছে।

কৃষিপ্রধান দেশে দৈন্য

কৃষি সম্পদ দিয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেই হইবে। দৈন্য বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে যদি নেমক-হারাম ধূর্ত্ত লোক থাকে তবে রাজকোষের অর্থ কুক্ষিগত করার চেষ্টাই তাদের কাজ হইবে।

বড় বড় মালিকেরা পরিকল্পনার ভার অর্পণ করিলেন—পূর্ত্ত কর্ম্মের মূর্ত্ত ওস্তাদগণের হস্তে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় উড়ো-জাহাজে মুর্শিদাবাদ কান্দীতে গিয়া যে দুর্গতি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, পূর্ত্ত কর্ম্মের যে ধূর্ত্ততার পরাজয় দেখিয়াছিলেন এবারও তাই দেখা ছাড়া নূতন উন্নতি কি দেখিলেন? দামোদর ও ময়ূরাক্ষির নিন্দা যাঁদের কর্ণে বেদনা দেয়, দুর্গাপুরের আনাড়ীর কৃতকর্ম্ম রায়না অঞ্চলে পুনরায় প্রমাণ দিয়াছে। কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করিতে পূর্ত্ত কর্ম্মীদের হাতে আত্ম সমর্পণ করা ভুল। বৃষ্টির জলে যে শস্য হইত, তাহাও তো হইবে না। ঘর বাড়ীগুলি ধ্বংস হওয়ায় চাষ তো হইল না বাসও গেল। সামনে শীত। দেশে অধিকাংশ লোকই গরীব কৃষক, তাদের দশা আকাশে উড়িয়া এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠ ছাড়া আর কিছু নয়।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বৎসর বৎসর জন্ম-দিনোৎসবের জন্য তাঁহাকে দিবার জন্যই ১০০০০০ লক্ষ টাকা শ্রীঅতুল্য ঘোষের পক্ষে যত সহজ, দীন দুঃখী আবাল বৃদ্ধ বনিতা কৃষককুলের আগামী শীত নিবারণ জন্য (১) জানু (২) ভানু ও (৩) কৃশানু (অগ্নি) ছাড়া গত্যন্তর নাই। দেশের অন্নদাতাদের অন্নাভাবে তনু রক্ষা করা কঠিন হইবে।

দেশের দৈন্য বিজয়ী সৈন্য এই কৃষক কুল।

পশ্চিম বঙ্গের পল্লীবাসী ও আকাশবাণীর মধ্যে যোগাযোগ সংস্থাপনের প্রচেষ্টা

পল্লী অঞ্চলের বেতার শ্রোতা ও আকাশবাণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার বেতার প্রচার সম্পর্কে আপাততঃ আটটি আলোচনা চক্র গঠন করা হইবে। পরে এই রাজ্যে প্রত্যেক সমষ্টি উন্নয়ন কল্পে ১৫।২০ জন লোক লইয়া এইরূপ এক একটি আলোচনা চক্র গঠন করা হইবে। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

কুমারী আরতি সাহার পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য লাভ

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালি কুমারী আরতি সাহাকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য-স্বরূপ দিয়াছেন। বর্তমান মরসুমে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করার জন্য কুমারী সাহার যে খরচ হইয়াছিল তাহা আংশিকভাবে মিটাইবার উদ্দেশ্যেই এই সাহায্য দেওয়া হইল। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

প্রতি মাসে চার হাজার বিদেশীর ভারত আগমন

১৯৫৪ সালের ১লা অক্টোবরের পর হইতে প্রতি মাসে চারি সহস্র বিদেশী ভারতে আসিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মোট ৪৬,৭৬০ জন বিদেশী এদেশে আসিয়াছে। এই হিসাবে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ ও বৃটিশ-শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীদের ধরা হয় নাই। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

প্রাপ্ত পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

জংগীপুর মহকুমা হাসপাতালে T. B রোগীদের চিকিৎসার নামে প্রহসন চলছে। T. B. রোগ আজ চিকিৎসাধীন। নিয়মিত সুচিকিৎসা, প্রয়োজনীয় ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম আজ মৃতপ্রায় ক্ষয় রোগীর পুনর্জীবন দান করতে পারে। কিন্তু জংগীপুর মহকুমা হাসপাতালে T. B. রোগীদের যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হচ্ছে তাতে রোগীদের সেরে ওঠা তো দূরের কথা বরং দিন দিন ওদের মরণের পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ এটা অনেকেই জানেন যে Anti T. B. Drug আবিষ্কৃত হয়েছে তিনটি। এই তিনটির অন্ততঃ দুটি T. B. রোগীর চিকিৎসার প্রয়োজন। অনেকে হয়ত এটাও জানেন যে চিকিৎসা করে T. B. রোগীদের সারিয়ে তুলতে হলে চিকিৎসার মধ্যে Regularity রাখতে হবে। এলোমেলোভাবে বা খেয়াল খুশীমত চিকিৎসা করলে হবে না। যখন খুশী কয়েকটা Streptomycin ইন্‌জেক্‌সন্ দিলাম অথবা খুশী হলো না, দিলাম না—এমনি করে T. B. র চিকিৎসা হয় না—করা উচিত না—অধিকার নাই—কেননা সেটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থায় যদি Streptomycin ইন্‌জেক্‌সন্ ও অন্যান্য ওষুধ না দেওয়া হয় তবে রোগীর দেহে Organism গুলো resistant হয়ে যায়, তার ফলে রোগীকে আরোগ্য করা দুরূহ হয়ে ওঠে। অথচ জংগীপুর মহকুমা হাসপাতালে ডাক্তার ভট্টাচার্য্য মশায় সেই ছিনিমিনি খেলে চলেছেন। আমাদের কাছে এ ধরণের বহু অভিযোগ এসেছে, বহু প্রমাণ আমরা দেখাতে পারি যে ডাক্তার ভট্টাচার্য্য কোন কোন T. B. রোগীকে মাত্র ৪।৫ টা ইন্‌জেক্‌সন্ ও কিছু P. A. S. দিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য তার ইন্‌জেক্‌সন্ বন্ধ রেখেছেন অথবা কোন রোগীকে শুধুমাত্র কয়েক গ্রাম, P. A. S. দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। যে রোগীর প্রচুর বিশ্রামের প্রয়োজন সে রোগীকে তিন মাইল পথ রোজ পায়ে হেঁটে এসে ইন্‌জেক্‌সন্ নিতে হয়েছে অথবা আলমারীর চাবি নেই—আজ আর ওষুধ পাওয়া যাবে না শুনে—দুপুর রোদে, রোদ মাথায় করে ধুকতে ধুকতে তিন মাইল পথ ভেঙ্গে বাড়ী ফিরে যেতে হয়েছে। এর ফল হয়েছে এই যে ঠিকমত চিকিৎসা করলে—কয়েকটি প্রাণ বাঁচতে পারত—হয়ত কয়েকজন রোগের দুরন্ত আলিঙ্গন হতে মুক্তি পেয়ে আবার প্রিয়জনের হাসি ঠাট্টায় কিংবা প্রতিদিনের কাজে যোগ দিতে পারত—তাদের সেই আশার মূলে জংগীপুর মহকুমা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রী ভট্টাচার্য্যের নিদারুণ অবহেলায়, অথবা ক্ষমতার অপব্যবহারে, সরকারী সাহায্যের অপচয়ে অথবা অজ্ঞতার জন্য দিনের পর দিন কুঠারাঘাত করে চলেছেন। ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের এই কুঠারের মুখে আরও যারা এসে দাঁড়িয়েছে—তাদের নাম মোজাম্মেল আলি, ছেদু সেখ, মহম্মদ সাজাহান, লখু এবং আরও অনেকে। মোজাম্মেল আলি—জংগীপুর মহকুমার দস্তানাবা গ্রামের একজন গরীব চাষী। সে একজন T. B. রোগী। নিজের চিকিৎসার ক্ষমতা তার নাই। তাই সে সরকারের বিনা পয়সায় গরীব T. B. রোগীদের চিকিৎসার আশ্রয় নিল। বহরমপুর Chest Clinic তাকে পরীক্ষা করে ২০টা Streptomycin ও P. A. S. এর ব্যবস্থা করে একটা Prescription দিয়ে বলে দেওয়া হোল, মহকুমা হাসপাতাল ওষুধ ও ইন্‌জেক্‌সন্ সরবরাহ করবে। মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। হাসপাতালের ডাক্তার ভট্টাচার্য্য ৮ দিন পর তাকে ৪টে Streptomycin ইন্‌জেক্‌সন্ দিলেন। তারপর দিন পনের আর কোন ইন্‌জেক্‌সন্ নাই। মোজাম্মেল ইন্‌জেক্‌সনের কথা বললে—ডাক্তার বাবু কম্পাউণ্ডারকে বললেন—"মোজাম্মেল শালাকে কিছু P. A. S. দিয়ে বিদায় করতো হে"। চলল শুধু P. A. S. মোজাম্মেল বললে 'বাবু ইন্‌জেক্‌সন্ কবে দিবেন'? ডাক্তার বাবু বললেন—"ব্যাটা তোকে আবার বহরমপুর যেতে হবে। যদি ওখান থেকে আবার লিখিয়ে আনতে পারিস তবেই ইন্‌জেক্‌সন্ পাবি, নচেৎ পাবি না"। —গরীব ভগ্ন স্বাস্থ্য মোজাম্মেল—গাঁটের পয়সা খরচ করে আবার ৪০ মাইল দূরে বহরমপুর গেল এবং সেখান থেকে ৩০টা Streptomycin ইন্‌জেক্‌সন্ ও অন্যান্য ওষুধ লিখিয়ে নিয়ে এসে স্থানীয় ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করলো। স্থানীয় ডাক্তার ভট্টাচার্য্য বহরমপুর থেকে আনা Prescription টা পকেটে পুরে—বললেন "কুড়ি দিন পরে আসবি ব্যাটা"। মোজাম্মেল Prescription ফেরৎ চাইলে ডাক্তার বাবু দিলেন না। মোজাম্মেল বললো যে "বাবু আমি যে আজ হাসপাতালে এসেছিলাম—সেটা আর আবার কবে আসতে হবে এই উপদেশটা একটু কাগজে লিখে দিন"। ডাক্তার বাবু ধমকে উঠলেন,—বললেন, "ও সব লেখা টেখা হবে না। আমার মুখের কথাই সব, কুড়ি দিন পরে আসবি"। এই গেল মোজাম্মেলের কাহিনী। ছেদু সেখ—জংগীপুর শহরে 'ফতেখাঁর' জঙ্গলে বাস করে। সে বিড়ি বেঁধে দিন গুজরান করে। তার T. B. হলে সে বহরমপুর Chest Clinic থেকে পরীক্ষা করিয়ে এল। ছেদু সেখকেও ২০টা Streptomycin ও কয়েক গ্রাম P. A. S এর ব্যবস্থা দিয়ে মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। স্থানীয় ডাক্তার যথারীতি তাকে বললেন "আজ হবে না,—কুড়ি দিন বাদ এসো"। নিরুপায় ছেদু ফিরে গেল সেদিন। ২০ দিন বাদে সে আবার এলো সেদিন তাকে ৪টে Streptomycin দেওয়া হলো। তার তিন দিন পর আর তিনটে দেওয়া হলো। কিন্তু হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হলো যে ৮টা ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হয়েছে। ছেদু প্রতিবাদ করলো কিন্তু ধমক খেয়ে চুপ করতে হলো তাকে। যাই হোক ৭টা ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়ে ছেদুকে আর ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হলো না, দেওয়া হলো শুধু P. A. S. ইন্‌জেক্‌সনের কথা তুললে—ডাক্তার বাবু যথারীতি তাকেও বললেন যে বহরমপুর থেকে আবার লিখিয়ে আনতে হবে। না আনা পর্য্যন্ত ইন্‌জেক্‌সন্ বন্ধ। ছেদু বহরমপুর গেল। সেখানে তাকে ৮টা ইন্‌জেক্‌সন্ Prescribe করা হলো। সে Prescription টা নিয়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করলো—ডাক্তার বাবু Prescription নিয়ে বললেন—২০ দিন বাদ আসিস। ছেদু বললে—বাবু, আমার যে রোগ তাতে একটু তাড়াতাড়ি ওষুধ দিলে ভাল হয় একটু দয়া করুন। ডাক্তার বললেন—তুই মরগে, আমার কি? সাজাহান, লখু এবং আরও অনেক রোগীর চিকিৎসার (?) সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। এই হলো জংগীপুর মহকুমা দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসার নমুনা। চিকিৎসার মধ্যে না আছে কোন Regularity না আছে দরদ না আছে সেবার মনোভাব। চিকিৎসার নামে চলছে প্রহসন, ক্ষমতার অপব্যবহার—সরকারী অর্থের অপচয় ও অসদ্ব্যবহার। মানবতার নামে আমরা এর প্রতিবাদ করছি। অসহায় নিঃস্ব

মৃত্যু-পথ-যাত্রী ক্ষয় রোগীদের কথা স্মরণ করে ডাক্তার ভট্টাচার্য্যের এই নিদারুণ অবহেলা, অজ্ঞতা অথবা কোন এক (?) হীন মনোবৃত্তির যথাবিহিত প্রতিকারের জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৩১. ১০, ৫৯ শ্রী.....

অগ্নি-ফৌজ পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়

গত ২৫।১০।৫৯ তারিখে অগ্নিফৌজ পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয়ে গরীব ছেলেদের মধ্যে এক ঘরোয়া ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে কিছু বই বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় মহকুমা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী। অগ্নিফৌজের পৃষ্ঠপোষক, সভ্যগণ এবং নৈশ বিদ্যালয়ের বয়স্ক ও ছোট ছোট ছাত্রেরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে সকলে একযোগে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করার পর সভার কাজ শুরু করা হয়। প্রথমেই অগ্নিফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীপার্থসারথি নাথ এই বিদ্যালয় বে-সরকারী প্রচেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে আসছে, তার কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি ক্লাবের ছেলেদের অভূতপূর্ব্ব তৎপরতা, বিশেষ করে শিবাজী রায়ের কথা উল্লেখ করেন। তৎসঙ্গে নৈশ বিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয়ের বদান্যতার কথাও বলেন। শ্রী রায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের জন্য নিজ বাড়ীর বারান্দা ছাড়িয়া দেন এবং বিনা খরচায় বৈদ্যুতিক আলো দেন। শ্রী রায় মহাশয় তাঁর ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের সমাজ সেবা-মূলক কর্ম্মতৎপরতার প্রশংসা করেন। পরবর্ত্তী বক্তা শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় এই প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহকুমা প্রচার অধিকর্ত্তা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর কর্ম্মময় জীবনে এত ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে নৈশ বিদ্যালয় দেখেননি, সে কথাও বলেন। সব শেষে মাননীয় সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করে বলেন যে স্থানীয় একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানই সমাজ সেবামূলক কাজে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন সকল রকম সৎকাজের পেছনে তিনি আছেন। সভাস্থানে তিনি অগ্নিফৌজকে স্থায়ী রেডক্রশ মিল্ক ক্যান্টিন দিতে স্বীকৃত হন। তিনি আনন্দের সঙ্গে অগ্নিফৌজের পৃষ্ঠপোষকতা করতে সাগ্রহে রাজী হন। সভার শেষে মাননীয় শ্রীরোহিণীকুমার রায় মহাশয় সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট জনগণকে জানান যাইতেছে যে আমি দফরপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটীভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটী লিমিটেডের ১-৭-৫৮ তারিখ হইতে ৩০-৬-৫৯ তারিখ পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা (Statutory audit) করিতেছি। উক্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট পাওনাদার এবং/অথবা দেনদারগণকে তাঁহাদের উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত দেনা এবং/অথবা পাওনা টাকার হিসাব যাচাই করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি। হিসাবে কোন প্রকার গরমিল দেখা গেলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নিজ নিজ পাশবহি সহ ১০-১১-৫৯ তারিখ মধ্যে উপস্থিত হইয়া হিসাব মিলাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। উক্ত তারিখ মধ্যে কোন প্রকার আপত্তি না উঠিলে, সমিতি প্রদত্ত হিসাব সঠিক বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইতি—২-১১-৫৯

মহাঃ আবুল কাশেম খাঁ
সমবায় সমিতি সমূহের অডিটার
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই নভেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৮৮ খাং ডিঃ মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং হাজি সামশুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ২০ টাকা ৮৬ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মুকুন্দপুর ১-৩৫ শতকের কাত ১৸৶২ পাই আঃ ৮৲ খং ৮৪ রায়তী স্থিতিবান

৯০ খাং ডিঃ ঐ দেং রফিক সেখ দিং দাবি ২৪৲ টাকা ৯১ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে রামদেবপুর ১-৯১ শতকের কাত ৬।৶৯ আঃ ১০৲ রায়তী স্থিতিবান

৯৫ খাং ডিঃ ঐ দেং বিষ্ণুচরণ রায় দাবি ১৩ টাঃ ১৯ নঃ পঃ থানা ঐ মৌজে রামদেবপুর ১-৭৫ শতকের কাত ৩৸৯ আঃ ৬৲ খং ৩২৪ রায়তী স্থিতিবান

৯৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০ টাকা ৪৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত ৸৶২ আঃ ৩৲ খং ২৮৩, ২৮৪ ঐ স্বত্ব

৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১ টাকা ২৮ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ১-৩৫ শতকের কাত ১॥৶৮ আঃ ৪৲ খং ১৮৮ ঐ স্বত্ব

৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৪ টাকা ৫৯ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৩-১৭ শতকের কাত ২৸৯ আঃ ৫৲ খং ৮২, ৮৩ ঐ স্বত্ব

১৪ মনি ডিঃ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় দেং বোগন মাল দাবি ১০৪৲ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেণ্ডা-জামুয়ার ৬ শতকের কাত ॥৶৬ আঃ ৪০৲ রায়তী স্থিতিবান খং ১০৩৫

১৯৫৭ সালের ডিক্রীজারী

৫১ মনি ডিঃ গোপালদাস বাজাজ দেং জোহিরী মল বয়েদ, কালুরাম জোহিরীমল ফার্ম্ম অরঙ্গাবাদ দাবি ৪৪৪ টাকা ৬ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে ইচলিপাড়া ৭, ৪, ১৩ শতকের কাত ৪।৮, ৩৶৮, ৩৶৮ আঃ ১০০৲, ১০০৲, ১৫০৲ খং ৩৭৬, ৩৭৩, ৩৭৪ রায়তী স্থিতিবান

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

৬৬ খাং ডিঃ মৃত শ্যামাপদ রায় স্থলে ওয়ারিশ পুত্র অরবিন্দনাথ রায় দিং দেং রাধাকান্ত সাহা দাবি ২৫৲ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভূমিহর ১-৪৮ শতকের কাত ৭৲ আঃ ১৫৲ খং ১০৫৭

৬৭ খাং ডিঃ ঐ দেং শশিভূষণ সাহা দিং দাবি ৩১।৩ মৌজাদি ঐ ২-৩১ শতকের কাত ১১৸০ আঃ ২০৲ খং ভূমিহর ১০৫৮ খং খেরুর ১২৪২

১৮ অন্য ডিঃ মনোহরদাস মহান্ত গোস্বামী দেং বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি ১০৪৪ টাকা ৬৬ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে খৈরটী ১-৫৫ শতকের কাত ৫/১৭ আঃ ৫০০৲ খং ১৯৩

১৫ স্বত্ব ডিঃ নজর সেখ দেং এবারক হোসেন দিং দাবি ৩৮ টাকা ১৬ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে খৈরটী ১-৮২ শতকের কাত ১৬।৶১ পাই আঃ ২৫৲ খং ৬৭৮

৫২ খাং ডিঃ প্রভাতকুমার ধর দেং মনসুর আলী মণ্ডল দিং দাবি ৩৩৷০ থানা সাগরদীঘি মৌজে বিনোদবাটী ৭৫ শতকের কাত ৫॥৶০ আঃ ২১৲ খং ৭১ রায়তী স্থিতিবান

১৯৫৮ সালের ডিক্রীজারী

৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৯ টাকা ২৮ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৪৮ শতকের বার্ষিক জমা ১১৸৬ আঃ ৫০৲ খং ৭২ ঐ স্বত্ব

প্রবাসী করণিকের
করুণ কাহিনী

—•—

পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল,
খুলবে অফিস দু'দিন বাদে,
জন্মভূমির মায়া ছেড়ে
বিদেশ যেতে পরাণ কাঁদে!
নাই কোন হাত যেতেই হবে,
নিয়ম কানুন বিষম কড়া,
মরি বাঁচি কম্পাল্‌সারী
ওপ্‌নিং ডে-তে "জইন্‌" করা!
তাড়াতাড়ি দেশে এলাম
হওয়ামাত্র পূজার ছুটি,
বকেয়া কাজ বহুৎ আছে—
ভাবতে ঝরে নয়ন দুটি।
সে সব গুলো সারতে হবে
"ইন্‌স্পেক্সন" হবার আগে,
কেরাণীদের ভুল দেখিলে
বড় সাহেব বিষম রাগে।
"স্লিপ অব্‌ দি পেন্‌, এক্সকিউজ সার"
শুন্‌বে না সে কোনও মতে,
এবার দফা করবে রফা
কৈফিয়তে কৈফিয়তে।
দুধওয়ালী—নাপিত—ধোপায়
দিয়ে এসেছিলাম ফাঁকি,
হোটেলয়ালা ভাত দিবে না,
ঘরের ভাড়াও দু'মাস বাকি।
কর্ম্মস্থানে যেমন যাব
ধর্‌বে যত পাওনাদারে—
এবার তারা মান্‌বে না আর
দিব বল্লে—মাস কাবারে।
যে ক'টাকা এনেছিলাম—
পূজোর খরচ হলো তাতে,
কি নিয়ে আজ বিদেশ যাব
রাস্তা খরচ নাই যে হাতে!
শূন্য হাতে বিদেশ গিয়ে
খাবই বা কি, থাকবো কোথা,
ক্ষুণ্ণ-মনে ঘরের কোণে
ভাবছি এ সব দুখের কথা।
এমন সময় প্রিয়তমা
কইলো কথা মধুর ভাষে—
দেখো আমার মাথাটি খাও—
এসো যেন খ্রীষ্টমাসে!
দু'বছরের খোকা আমার
গলা ধরে বসলো কোলে,
"দাৎনে বাবা, বায়ীতে থাক্‌"
বল্‌লে আধ আধ বোলে!
শিশুর আধ করুণ বাণী,
অবলার এই ব্যাকুলতা
আমার মত পরাধীন বই
সইতো কি কেউ এমন ব্যথা!
দুখের উপর বুক-ফাটা দুখ
ম'লেও তা যাব না ভুলে—
রাস্তা খরচ করতে প্রিয়া
খোকার পদক দিলেন খুলে!
কঠিন প্রাণে পাষাণ বেঁধে
শক্ত ক'রে নিদয় হিয়ে
"প্যাসেজ মনি" যোগাড় হলো
খোকার পদক বাঁধা দিয়ে।
আসি ব'লে বিদায় হ'লাম
প্রিয়তমার নিকট হ'তে;
(এখন) মনের কথা আদান প্রদান
পোষ্ট-ম্যানের গুজারতে
যদি বল—তবে কেন
এত সুখের চাকরী কর?
"পেন্‌সনেব্‌ল্‌ পার্মানেণ্ট পোষ্ট"
সহজে মিলে কি বড়!
গোলামগিরি মোলা'ম কেবল
"পেন্‌সন্‌" পেলে বুড়ো হলে,
সবার ভাগ্যে মিলে কি তা?
বেশীর ভাগই পটোল তোলে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাধ্যতামূলকভাবে

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য আদর্শ আইনের খসড়া গত ২০শে অক্টোবর নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ অনুমোদন করিয়াছেন। প্রেঃ ইঃ ব্যুঃ

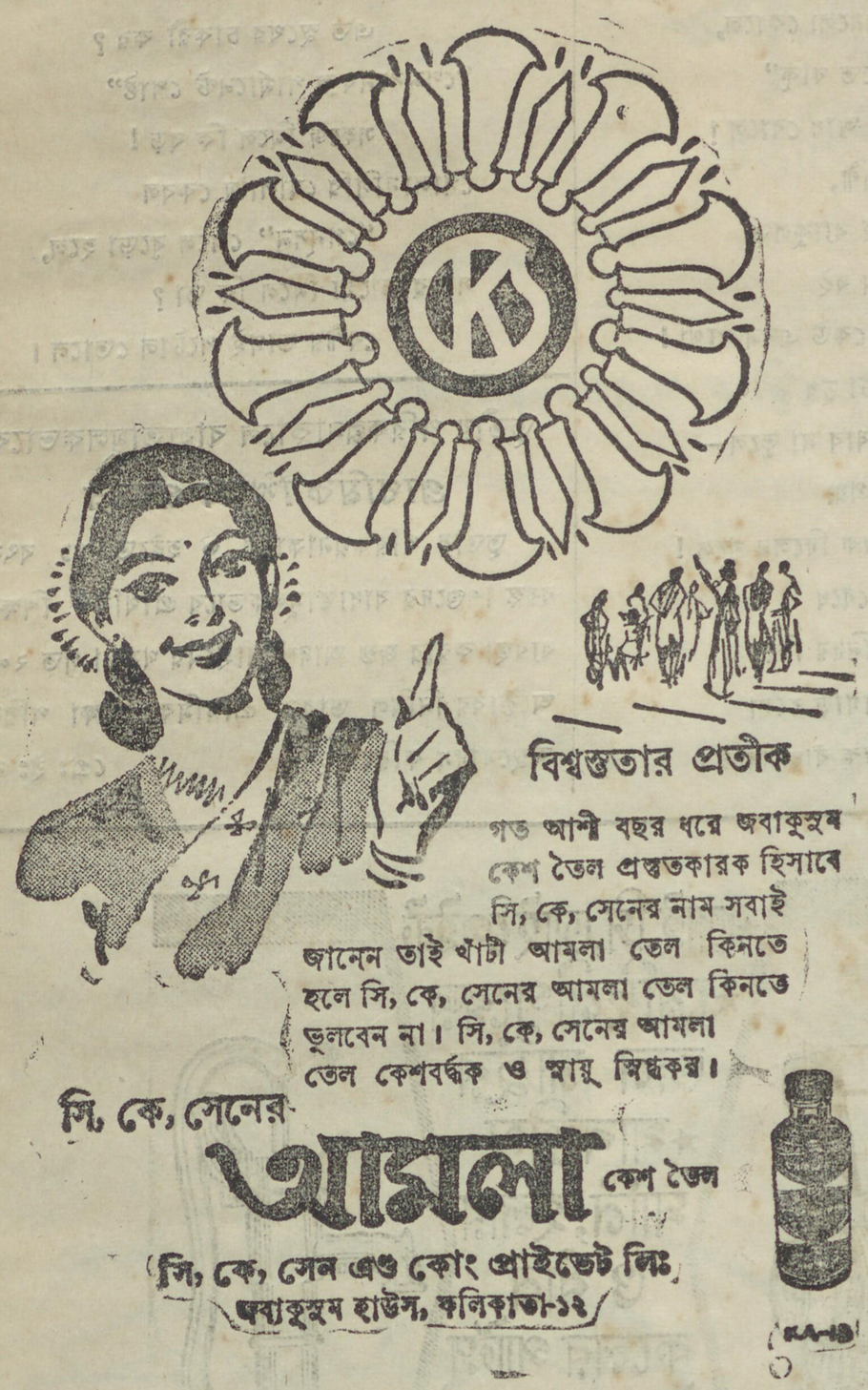

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৷০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা শ্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।